বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

৪২তম বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ইউজিসি ভবন, প্লট # ই-১৮/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৬৩১, ৮১৮১৬১৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১৮১৬১৫, ৮১৮১৬১৭
ই-মেইল: chairman@ugc.gov.bd
ওয়েব: www.ugc.gov.bd

ইউজিসি প্রকাশনা নং- ১৮৯
ISBN: 978-984-92141-5-1

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম	প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা	সদস্য
প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন	সদস্য
প্রফেসর ড. এম শাহ্ নওয়াজ আলি	সদস্য
ড. মোঃ খালেদ	সদস্য
মোঃ সামছুল আলম	সদস্য
ড. এ কে এম শামসুল আরেফিন	সদস্য-সচিব

তথ্য সংগ্রহ, পরিমার্জন-পরিবর্ধন, বিশ্লেষণ ও গবেষণা
বিশ্বনাথ বিশ্বাস, এম গোলাম দস্তগীর, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী খান ও মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ খান

মুদ্রক : তিশা এন্টারপ্রাইজ
৩২, নারিন্দা রোড, নারিন্দা, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৮১৯২৯৯৪৩০, ০১৯৩৩২৬০৮৯৩

BARSHIK PROTIBEDON 2015 (Annual Report 2015)
Published by The University Grants Commission of Bangladesh
UGC Bhaban, Plot# E-18/A, Agargaon Administrative Area
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
UGC Publication No. 189
ISBN: 978-984-92141-5-1

প্রাক্‌কথন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সারা বছরের কার্যক্রমের পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন (বার্ষিক প্রতিবেদন) সরকারের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে পেশ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। ১৯৭৩ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ এর ১২ নম্বর ধারায় এ দায়িত্ব কমিশনের ওপর অর্পণ করা হয়। কমিশন এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে; যার ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের মুদ্রিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই প্রতিবেদনে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিশনের ২০১৫ সালের কর্মকাণ্ডের তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে।

দেশের উচ্চশিক্ষার পরিধি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে, গড়ে উঠছে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৫ সালে এসে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৩টিতে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে ভবিষ্যতে আরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। মানসম্মত শিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। উন্নত জাতি বিনির্মাণে টেকসই শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের দ্যুতিময় অগ্রযাত্রায় শামিল হওয়া দরকার। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রের মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষসাধন আজ সময়ের দাবি। অবশ্য এ লক্ষে পৌঁছতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষার বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা, গবেষণা কার্যক্রমের বিস্তার ও পরিপোষণে যুগোপযোগী নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসব কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলে কমিশন আশাবাদ ব্যক্ত করছে।

দেশের উচ্চশিক্ষার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা, যুগোপযোগী নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এই প্রতিবেদন সহায়ক হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। প্রতিবেদনটি সরকার, শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের ঈপ্সিত চাহিদা পূরণ করবে বলেও আমাদের বিশ্বাস।

নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-র কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারায় প্রধান সম্পাদক এবং সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ প্রকাশনা ও তথ্য শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশ (মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ ১৯৭৩) এর ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫' জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হল

বর্তমান কমিশন

প্রফেসর আবদুল মান্নান, চেয়ারম্যান

পূর্ণকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা
প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম
প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন
প্রফেসর ড. এম শাহ্ নওয়াজ আলি

খণ্ডকালীন সদস্য

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. একেএম নূর উন নবী
উপাচার্য
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ
উপাচার্য
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম
উপাচার্য
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মোঃ আলী আকবর
উপাচার্য
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রফেসর/ডিনবৃন্দ

প্রফেসর ড. মোঃ হারুনর রশিদ খান
ডিন, জীব বিজ্ঞান ও কৃষি অনুষদ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর
প্রফেসর, পুরকৌশল বিভাগ
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

ডিন, ফ্যাকাল্টি অব টেকনিক্যাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডিজ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. মোঃ খালেদ
সচিব, ইউজিসি

প্রধান সম্পাদকের বক্তব্য

উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সার্বিক অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অর্থাৎ ইউজিসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির এই বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ লক্ষে মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের বিস্তার ও প্রসারে ইউজিসি কর্তৃক গৃহীত বহুমাত্রিক পদক্ষেপসমূহ সুসংহতকরণের ভূমিকা অপরিসীম। ফলে প্রতিষ্ঠানটি উচ্চশিক্ষার তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনা প্রদানে শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিবেদনে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৫ সালের তথ্য ও পরিসংখ্যান এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদনে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের মঞ্জুরী এবং উন্নয়ন ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সে সঙ্গে ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ দেশে উচ্চশিক্ষার হালচিত্র সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করি।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিধি ২০১৫ সালে এসে একদিকে যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বা অর্থায়ন সত্যিকার অর্থেই জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও যথেষ্ট অর্থবহ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হওয়ার ক্রমধারায় উচ্চশিক্ষার বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি হয়েছে। দেশে বিরাজমান শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উপাদান বাংলাদেশে সংযোজিত হচ্ছে। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে অনেক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সুসমন্বিত করার লক্ষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা ইতোমধ্যেই সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এ প্রতিবেদন সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় দেশের উচ্চশিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছনোর লক্ষে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন *Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP)*-প্রকল্প সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের *Interim Impact Assessment Report* ইতিবাচক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক অতিরিক্ত ১২৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নসহ প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। এ প্রকল্পের মধ্যে *Academic Innovation Fund (AIF), Building Institutional Capacity of UGC and Universities, Bangladesh Research and Education Network (BdREN), UGC Digital Library (UDL), Quality Assurance Unit (QAU)*-এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার দেশের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা (পৃষ্ঠা ২৫৯) এই প্রতিবেদনের শেষে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, সুপারিশমালা যথাযথ বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের শিক্ষা ও গবেষণার মান ভবিষ্যতে আরও উন্নততর হবে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চাহিদা মোতাবেক সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও পরিসংখ্যান যথাসময়ে না পাওয়ায় এবং প্রাপ্ত তথ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত গরমিল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায়, তা সংশোধন করে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে প্রতিবছরই বিলম্ব ঘটে; যার ফলে বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আলোচ্যবছরের (২০১৫) প্রতিবেদনে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্যচিত্রসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হবে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংযোজিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে সংগৃহীত। সকল তথ্য ২০১৫ সালের।

আমি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান-কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব এবং পৌনঃপুনিক তাগিদ প্রদানের জন্যই মূলত প্রচলিত সময়ের পূর্বেই এ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন–২০১৫ সরকার, শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের চাহিদা পূরণ করলে এ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম
প্রধান সম্পাদক, বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ
ও
সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা i-xxxiii

প্রাক্‌কথন iii

প্রধান সম্পাদকের বক্তব্য vii-viii

সারসংক্ষেপ xix-xxxvi

প্রথম ভাগ

১.১ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১

১.১.১ কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব ১

১.১.২ কমিশনের গঠন ১

১.২ ২০১৫ সালে কমিশন ১

১.২.১ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ১

১.২.২ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ৩

১.৩ সভা সম্মেলন ৩

১.৩.১ কমিশন সভা ৩

১.৩.২ অর্থ কমিটির সভা ৩

১.৩.৩ উচ্চশিক্ষাসম্পর্কিত সভা ৩

১.৩.৪ পরিদর্শন-পরিভ্রমণ-প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ৪

১.৪ কমিশনের গবেষণা কার্যক্রম ৬

১.৪.১ গবেষণা, স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ ৬

১.৪.১.১ একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ৭

ক) কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা ৮

খ) বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা ৯

১.৪.২ ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলোশিপ ১১

১.৪.৩ ইউজিসি এম.ফিল ফেলোশিপ ১১

১.৪.৪ গবেষণা সহায়ক কার্যক্রম ১১

১.৪.৫ ইউজিসি মেধাবৃত্তি ১২

১.৪.৬ জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি ১৩

১.৪.৭ অন্ধ বৃত্তি ১৩

১.৪.৮ ইউজিসি প্রফেসরশিপ ১৩

১.৪.৯ রোকেয়া চেয়ার ১৪

১.৪.১০ প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক প্রদান ১৪

১.৪.১১ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ১৪

১.৪.১১.১ কমনওয়েলথ স্কলারশিপ (ওপেন) ১৪

১.৪.১১.২ কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ স্কলারশিপ ১৫

১.৪.১১.৩ নিউজিল্যান্ড কমনওয়েলথ স্কলারশিপ ১৫

১.৪.১১.৪ কমনওয়েলথ মেডিকেল ফেলোশিপ ১৫
১.৪.১১.৫ ইউজিসি এওয়ার্ড ১৫
১.৪.১১.৬ পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ ১৫
১.৪.১২ সমতা বিধান ১৬
১.৪.১৩ ইউজিসি লাইব্রেরি ১৬
১.৪.১৪ প্রকাশনা ও তথ্য ১৬

১.৫ কমিশন ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক কার্যক্রম ১৭
১.৫.১ কমিশনের পৌনঃপুনিক বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় ১৭
১.৫.২ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুন্নয়ন ব্যয় ১৮
১.৫.২.১ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট ১৯
১.৫.২.২ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পৌনঃপুনিক বাজেট পর্যালোচনা ২৫
ক) বেতন ও ভাতাদি ২৫
খ) পেনশন ২৬
গ) বিদ্যুৎ খাতে খরচ ২৬
ঘ) পরিবহণ ব্যয় ২৬
ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ ২৬
চ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২৬
ছ) অডিট রিপোর্ট ২৭

১.৬ ২০১৫ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম ৩১
ক) সমাপ্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ ৩১
খ) সমাপ্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৩১
১.৬.১ **সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৪-১৫** ৩১
১.৬.২ **২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রকল্পভিত্তিক বিবরণ:** ৩৫

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৩৫) ২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (৩৭) ৩. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৩৮) ৪. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (৩৯) ৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (৪০) ৬. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (৪১) ৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (৪২) ৮. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৩) ৯. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (৪৪) ১০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (৪৫) ১১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৫) ১২. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৬) ১৩. মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৬) ১৪. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৭) ১৫. শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৮) ১৬. চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৮) ১৭. রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫০) ১৮. খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫১) ১৯. ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫২) ২০. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

(৫৩) ২১. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (৫৩) ২২. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (৫৪), ২৩. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (৫৪) ২৪. চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (৫৪) ২৫. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৫) ২৬. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৫) ২৭. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (৫৫) ২৮. পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৬) ২৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৬) ৩০. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (৫৬) ৩১. রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৭) ৩২. বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (৫৭) এবং ৩৩. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (৫৭)।

১.৬.৩ **মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৫-১৬** ৫৯

১.৬.৪ **২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রকল্পভিত্তিক বিবরণঃ** ৬২

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৬২) ২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (৬২) ৩. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৩) ৪. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (৬৩) ৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (৬৪) ৬. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (৬৪) ৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (৬৫) ৮. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৫) ৯. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (৬৫) ১০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (৬৬) ১১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৬) ১২. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৬) ১৩. মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৭) ১৪. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৭) ১৫. চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৭) ১৬. রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৮) ১৭. খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৯) ১৮. ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৯) ১৯. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭০) ২০. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (৭০), ২১. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (৭১) ২২. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (৭১) ২৩. চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (৭১) ২৪. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৭২), ২৫. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (৭২) ২৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭২) ২৭. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (৭৩) ২৮. রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭৩) ২৯. বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (৭৩), ৩০. ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (৭৩) এবং ৩১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (৭৪)।

১.৬.৫ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ৭৪

১.৬.৬ উন্নয়ন মঞ্জুরীর তুলনামূলক বিবরণী ৭৫

১.৭ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগ ৭৭

১.৭.১ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট শাখা ৭৭

১.৭.২ নেটওয়ার্ক ও আইসিটি শাখা ৭৮

১.৭.৩ প্রশিক্ষণ শাখা ৭৮
১.৭.৪ হেমিস (HEMIS) ৭৮
১.৭.৫ ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি ৭৯
১.৮ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ ৭৯
১.৯ স্ট্রাটেজিক প্লানিং, কোয়ালিটি এসুরেন্স অ্যান্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগ ৮০
১.১০ উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প ৮০

দ্বিতীয় ভাগ

২.১ ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ৮৫
ম্যাপ ৮৭
২.১.১ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৮৯) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (৯০) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৯১) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (৯২) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (৯৩) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (৯৪) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (৯৫) শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৯৬) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (৯৭) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (৯৮) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (৯৯) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (১০০) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১০১) মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০২) শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৩) হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৪) পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৫) চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৬) রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৭) খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৮) ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৯) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (১১০) নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১১১) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (১১২) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (১১৩) চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (১১৪) সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১১৫) যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১১৬) বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অভ্ প্রফেশনালস (১১৭) বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর (১১৮) পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১১৯) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১২০) বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (১২১) বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (১২২) রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১২৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনির্ভাসিটি (১২৪) ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (১২৫) ও খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১২৬)
২.১.২ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য ও পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন ১২৭
ক) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার পরিসংখ্যান ১২৭
খ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ১২৯
গ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার মোট শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান ১২৯
ঘ) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান ১৩৩

ঙ) ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান ১৩৫
চ) ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ১৩৬
ছ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থী ১৩৭
জ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল ১৩৮
ঝ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিসংখ্যান ১৪০
ঞ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১৪৪
ট) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১৪৬
ঠ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক গড় পৌনঃপুনিক ব্যয় ১৪৬
ড) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাসস্থান-সংস্থান ১৪৮

২.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ১৪৯

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (১৫১) ইউনিভার্সিটি অভ্ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম (১৫২) ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (১৫৩) ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অভ্ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (১৫৪) আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১৫৫) ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (১৫৬) ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (১৫৭) প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম (১৫৮) স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (১৫৯) সিটি ইউনিভার্সিটি (১৬০) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (১৬১) আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৬২) দি ইউনিভার্সিটি অভ্ এশিয়া প্যাসিফিক (১৬৩) গণ বিশ্ববিদ্যালয় (১৬৪) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি (১৬৫) লিডিং ইউনিভার্সিটি (১৬৬) সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা (১৬৭) ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৬৮) শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অভ্ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি (১৬৯) ইউনিভার্সিটি অভ্ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (১৭০) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৭১) গ্রীন ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৭২) মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি (১৭৩) ইউনিভার্সিটি অভ্ সাউথ এশিয়া (১৭৪) স্টেট ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৭৫) ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি (১৭৬) ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৭৭) ইউনিভার্সিটি অভ্ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সাইন্স (১৭৮) রয়েল ইউনিভার্সিটি অভ্ ঢাকা (১৭৯) ইউনিভার্সিটি অভ্ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (১৮০) উত্তরা ইউনিভার্সিটি (১৮১) ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৮২) প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি (১৮৩) প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি (১৮৪) বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫) আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (১৮৬) ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি (১৮৭) মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৮৮) সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৮৯) দি মিলিনিয়াম ইউনিভার্সিটি (১৯০) সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনির্ভাসিটি (১৯১) দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৯২) আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (১৯৩) বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম (১৯৪) নর্দান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (১৯৫) সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (১৯৬) ইবাইস ইউনিভার্সিটি (১৯৭) অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অভ্ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (১৯৮)

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৯৯) প্রাইম ইউনিভার্সিটি (২০০) এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (২০১) দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় (২০২) ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (২০৩) বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় (২০৪) হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (২০৫) বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (২০৬) নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি (২০৭) ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা (২০৮) ঈশাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (২০৯) জেড. এইচ. সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (২১০) এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (২১১) নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি (২১২) খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় (২১৩) সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি (২১৪) ফেনী ইউনিভার্সিটি (২১৫) ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি (২১৬) পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২১৭) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেল্‌থ সায়েন্সেস (২১৮) চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি (২১৯) নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (২২০) টাইমস ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (২২১) নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২২২) ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২২৩) রাজশাহী সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি ইউনিভার্সিটি (২২৪) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ইউনিভার্সিটি (২২৫) কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২২৬) রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় (২২৭), জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (২২৮) গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (২২৯), সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (২৩০), বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (২৩১), বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (২৩২), বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (২৩৩), কুইন্স ইউনিভার্সিটি (২৩৪) এবং পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (২৩৫)

২.২.১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য ও পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন ২৩৬
ক) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থী ২৩৬
খ) আসন সংখ্যা ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৩৮
গ) ডিগ্রি প্রদান ২৩৯
ঘ) বেসরসকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ২৪০
ঙ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ২৪১
চ) কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ২৪১
ছ) বার্ষিক আয় ও ব্যয় ২৪২
জ) গবেষণাখাতে ব্যয় ২৪৩
ঝ) লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি ব্যয় ২৪৩
ঞ) বই, জার্নাল ও অডিওভিজুয়াল ২৪৪
ট) শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় ২৪৪
ঠ) বিনা খরচ, স্কলারশিপপ্রাপ্ত ও ওয়েভারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান ২৪৫
ড) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস, স্থাপনা ও পরিচালনার পরিসংখ্যান ২৪৫
ঢ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি শিক্ষার্থী ২৫২
ণ) ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কমিটির সভার পরিসংখ্যান ২৫৪

ত) ২০১৫ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান ২৫৬
থ) ২০১৫ সালে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান ২৫৬
দ) শিক্ষাখাতে ব্যয় ২৫৭
ধ) অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ব্যয় ২৫৭
ন) কম্পিউটার সংখ্যা ২৫৭
প) উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ ২৫৭
ফ) আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট ২৫৮
ব) ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত অনুষদ, বিভাগ, কোর্সসমূহের নাম ও অনুমোদনের তারিখ এর তথ্যাবলি

২.৩ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ২৫৮
১. Islamic University of Technology (IUT) ২৫৮
২. Asian University For Women (AUW) ২৫৮

২.৪ কমিশনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ ২৫৯

সারণি

সারণি ১.৪.১ ২০১৫ সালের গবেষণা প্রকল্পের পরিসংখ্যান ৭
সারণি ১.৪.২ ২০১৫ সালে কমিশনের একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট গবেষণা ব্যয় ১০
সারণি ১.৫.১ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট বিবরণী ১৭
সারণি ১.৫.২ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট সারসংক্ষেপ নিম্নে দেয়া হলো ১৯
সারণি ১.৫.৩ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী ২১
সারণি ১.৫.৪ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুন্নয়ন বাজেট ২৩
সারণি ১.৫.৫ বিগত দশ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পৌনঃপুনিক বরাদ্দের জন্য কমিশনের সুপারিশ এবং সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ ২৪
সারণি ১.৫.৬ বিগত দশ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ এবং জাতীয় ও শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের তুলনামূলক তথ্য ২৫
সারণি ১.৫.৭ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ৫ বছরের আয় ব্যয়ের বিবরণী ২৬
সারণি ১.৬.১ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৪-২০১৫ ৩২
সারণি ১.৬.২ মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৫-২০১৬ ৫৯
সারণি ১.৬.৩ জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা ও ধর্ম খাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে বরাদ্দের দশ অর্থবছরের তুলনামূলক বিবরণী ৭৫
সারণি ১.৬.৪ ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের উন্নয়ন মঞ্জুরীর পরিসংখ্যান ৭৬
সারণি ২.১.১ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদ, বিভাগ, ইন্সটিটিউট এবং এর অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার পরিসংখ্যান ১২৭
সারণি ২.১.২ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পরিসংখ্যান ১৩০
সারণি ২.১.৩ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির হার ১৩২

সারণি ২.১.৪	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর শতকরা হার	১৩৩
সারণি ২.১.৫	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা	১৩৫
সারণি ২.১.৬	বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক তিন বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যা	১৩৬
সারণি ২.১.৭	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক চিত্র	১৩৭
সারণি ২.১.৮	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৫ সনের পরীক্ষার ডিগ্রিভিত্তিক ফলাফল	১৩৮
সারণি ২.১.৯	বিগত ৫ বছরের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার	১৪০
সারণি ২.১.১০	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ ও উচ্চতর যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা	১৪১
সারণি ২.১.১১	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পদভিত্তিক তুলনামূলক তিন বছরের শিক্ষক সংখ্যা	১৪২
সারণি ২.১.১২	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক তিন বছরের শিক্ষক সংখ্যা	১৪৩
সারণি ২.১.১৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহের শিক্ষক-শিক্ষাথী পরিসংখ্যান	১৪৪
সারণি ২.১.১৪	৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত তিন বছরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	১৪৫
সারণি ২.১.১৫	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অনুপাত	১৪৬
সারণি ২.১.১৬	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ৩৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় পৌনঃপুনিক ব্যয়	১৪৭
সারণি-২.১.১৭	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষণা ব্যয়, প্রকাশনা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	২৭২
সারণি ২.২.১	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত নয় বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যা	২৩৬
সারণি-২.২.২	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষণা ব্যয়, প্রকাশনা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	২৭৪

চিত্র

চিত্র ১.৫.১	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক পৌনঃপুনিক অনুদান	২৪
চিত্র ১.৫.২	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের রাজস্ব বাজেটের তুলনামূলক চিত্র	২৫
চিত্র ১.৬.১	জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা ও ধর্ম খাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে বরাদ্দের দশ অর্থ বছরের তুলনামূলক রেখা চিত্র	৭৫
চিত্র ২.১.১	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার তুলনামূলক শিক্ষার্থী সংখ্যা	১৩১
চিত্র ২.১.২	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যার স্তম্ভ চিত্র	১৩২
চিত্র ২.১.৩	৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর হার	১৩৪
চিত্র ২.১.৪	অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর হার	১৩৪
চিত্র ২.১.৫	৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যার হার	১৩৫
চিত্র ২.১.৬	অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর হার	১৩৫
চিত্র ২.১.৭	২০১৫ সনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার	১৩৬
চিত্র ২.১.৮	২০১৪ ও ২০১৫ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের তুলনামূলক চিত্র	১৪০

চিত্র ২.১.৯	বিগত ৩ বছরের পদভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র	১৪২
চিত্র ২.১.১০	বিগত ৩ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র	১৪৩
চিত্র ২.২.১	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত নয় বছরের শিক্ষার্থী স্তম্ভ চিত্র	২৩৭

পরিসংখ্যান

২.২ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিসংখ্যান

২.২.১	২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক প্রথম বর্ষ/শ্রেণিতে আসন সংখ্যা, আবেদনকারী ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী এবং শূন্য আসন/অতিরিক্ত ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান	২৭৮
২.২.২	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদ, বিভাগ, ইন্সটিটিউট এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা এবং শিক্ষক- শিক্ষার্থী অনুপাত	২৮১
২.২.৩	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান	৩০২
২.২.৪	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান	৩০৪
২.২.৫	এক নজরে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান	৩০৬
২.২.৬	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তব্যরত ও অনুপস্থিত শিক্ষক সংখ্যা	৩০৮
২.২.৭	২০১৫ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান	৩১০
২.২.৮	২০১৫ সালে ৩৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান	৩১২
২.২.৯	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিসংখ্যান	৩১৪

২.৩ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান

২.৩.১	বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইন্সটিটিউট, অনুষদ, বিভাগ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বার্ষিক আয়-ব্যয়, শিক্ষার্থীপ্রতি মাথাপিছু ব্যয় এবং ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত বিবরণ	৩১৬
২.৩.২	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৫ সালের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা	৩২১
২.৩.৩	৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অনুষদভিত্তিক আসন সংখ্যার পরিসংখ্যান	৩২৫
২.৩.৪	২০১৫ সালে পদবিভিত্তিক পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষকদের পরিসংখ্যান	৩৪৩
২.৩.৫	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচ, স্কলারশিপপ্রাপ্ত ও ওয়েভারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান	৩৪৮
২.৩.৬	আলোচ্যবছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কমিটির সভার বিবরণ	৩৫২
২.৩.৭	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচ্যবছরে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান	৩৫৫
২.৩.৮	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান	৩৫৯
২.৩.৯	২০১৫ সালে পদবিভিত্তিক পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন মহিলা শিক্ষক ও মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান	৩৬৩
২.৩.১০	২০১৫ সাল পর্যন্ত যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত কিংবা অনুমোদিত নয় এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রাপ্তির সারসংক্ষেপ	৩৬৮

পরিশিষ্ট

২০১৫ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৩৭৫
কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা শাখায় ২০১৫ সালে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৩৮২
কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজনেস স্টাডিজ গবেষণা শাখায় ২০১৫ সালের চলতি গবেষণা প্রকল্পসমূহ	৩৮৫
বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা শাখায় ২০১৫ সালে সমাপ্ত গবেষণা প্রকল্প	৩৯৩
বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখায় ২০১৫ সালের চলতি গবেষণা প্রকল্পসমূহ	৪০৯
০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত যোগদানকৃত ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলোর তালিকা	৪২৭
০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত জমাকৃত পিএইচ.ডি থিসিসের বিবরণ	৪৩৫
০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত যোগদানকৃত ইউজিসি এম.ফিল ফেলোর তালিকা	৪৪১
০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত জমাকৃত এম.ফিল থিসিসের বিবরণ	৪৪৩
২০১৫ সালে দেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ-এর জন্য অনুদানের বিবরণ	৪৪৪
বিগত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য বিমক অনুন্নয়ন মঞ্জুরী ও প্রকৃত ব্যয়	৪৪৭
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন মঞ্জুরী-২০১৫	৪৪৯
২০১৫ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক পরিচালিত ও ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত অনুষদ, বিভাগ, কোর্সসমূহের নাম, ক্রেডিট ও মোট খরচের তথ্যাবলি	৪৬৩
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রাপ্তির তারিখ	৫০৯
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রাপ্তির তারিখ	৫১০

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ অনুসারে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদেশের ৪(১) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৯৮ সনের সংশোধনী মোতাবেক ১ জন চেয়ারম্যান, ৫ জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ৯ জন খণ্ডকালীন সদস্য যথা: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে ৩ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক ও ডীনদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্বকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য পর্যায়ক্রমে ৩ জন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ৩ জন (শিক্ষা সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের এক জন প্রতিনিধি ও পরিকল্পনা কমিশনের এক জন সদস্য) সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন উল্লিখিত আদেশের ১২নম্বর ধারামতে কমিশন ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সংবলিত পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন সরকারের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো।

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

২০১৫ সনে কমিশনে কর্মরত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ছিল ১২৮ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ছিল ৬০ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৮০ জন।

সভা-সম্মেলন

২০১৫ সালে পূর্ণকমিশনের ১৩৯, ১৪০, ১৪১ ও ১৪২তম মোট ৪টি সভা যথাক্রমে ১৮-০২-২০১৫, ৪-০৫-২০১৫, ২৫-০৬-২০১৫ এবং ১৭-১২-২০১৫ তারিখে কমিশন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ২০৫২.৬০ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জন্য ২১৫৬.৩৮ কোটি টাকার প্রস্তাবিত মূল বাজেট অনুমোদন করা হয়।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ২১২৩.৫০ লক্ষ টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জন্য ২৪০১.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাবিত মূল বাজেট অনুমোদন করা হয়।

২০১৫ সালে কমিশনের অর্থ কমিটির ১১৩তম ও ১১৪তম সভা যথাক্রমে ১৫ ফেব্রুয়ারি এবং ১৫ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া ২০১৫ সালে কমিশনের গবেষণা মূল্যায়ন কমিটিসমূহের সর্বমোট ৩টি সভা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্যবছরে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা শাখায় ০৬ সেপ্টেম্বর তারিখে সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা সংক্রান্ত দুইটি এবং ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে কলা ও মানবিক গবেষণা সংক্রান্ত একটিসহ মোট ৩ (তিন) টি মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা কমিটির তিনটি সভা, ডিগ্রি সমতা বিধান কমিটির ছয়টি সভা, পিএইচ.ডি. ও এম.ফিল ফেলোশিপ মনোনয়ন কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিদর্শন-পরিভ্রমণ

আলোচ্যবছরে কমিশনের চেয়ারম্যান উচ্চশিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশ-গ্রহণের জন্য যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ভ্রমণ করেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কমিশন অফিসে আগমন

২০১৫ সালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিনিধিদল কমিশন অফিসে আগমন করেন এবং কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সাথে উচ্চশিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় করেন।

কমিশনের গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ : ২০১৫ সালে একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ এর অধীনে মোট ৭৯০ টি গবেষণা প্রকল্প ছিল। তার মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্প ১৪২টি, চলতি প্রকল্প ২০৯টি, প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প ২১৬টি এবং বাতিল প্রকল্প ২২৯টি। ২০১৫ সালে কমিশনের গবেষণা সহায়ক ও প্রকাশনা বিভাগের বিভিন্ন শাখার অধীনে পরিচালিত ৭৯০টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় মোট গবেষণা প্রকল্প ছিল ১৩৬টি এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখায় ছিল ৬৫৪টি।

২০১৫ সালে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা শাখার ৩২টি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৬,১৭,২৯৭.০০ টাকা এবং বিশেষজ্ঞ সম্মানী বাবদ ৬০,০০০.০০ টাকাসহ সর্বমোট ১৬,৭৭,২৭৯.০০ টাকা ছাড় করার জন্য অর্থ ও হিসাব বিভাগে পত্র লেখা হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে ১০টি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে ১ম (প্রথম) কিস্তি বাবদ ৯,৩৯,০০০.০০ টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি বাবদ ৯টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪,০৮,৩৩৫.০০ টাকা এবং তৃতীয় কিস্তি বাবদ ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২,৬৯,৯৪৪.০০ টাকা ছাড় করার জন্য পত্র লেখা হয়েছে।

২০১৫ সালে বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখার ৭টি উপ-শাখায় ১৩৬টি প্রকল্পের অধীনে মোট ৫৮,৫৭,৩০৪.০০ (আটান্ন লক্ষ সাতান্ন হজার তিনশত চার) টাকা ছাড় করা হয় এবং নতুন ও পুরাতন প্রকল্পসমূহ মূল্যায়নের জন্য ২২১ জন বিশেষজ্ঞের সম্মানী বাবদ ৯,৫৪,০০০.০০ (নয় লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। সর্বমোট (৫৮,৫৭,৩০৪.০০+ ৯,৫৪,০০০.০০)= ৬৮,১১,৩০৪.০০ (আটষট্টি লক্ষ এগার হাজার তিনশত চার) টাকা কমিশনের গবেষণা সহায়ক তহবিল থেকে ছাড় করা জন্য অর্থ ও হিসাব বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

ইউজিসি পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ : দেশের সমস্যাবলী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করার লক্ষ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজ শিক্ষকদের কমিশন কর্তৃক এই ফেলোশিপ দেয়া হয়। ১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছর থেকে কমিশন কর্তৃক প্রথমে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৯০ সনে এই ফেলোশিপের নাম পরিবর্তন করে ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলোশিপ নামকরণ করা হয়। প্রথম অবস্থায় এ ফেলোশিপের সংখ্যা ছিল ১৮টি। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬০টিতে উন্নীত করা হয়। ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১০৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিএইচ.ডি ফেলোশিপের সংখ্যা ৬০ থেকে ১০০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৫ সালের (১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী কলেজের ৬০ জন শিক্ষক ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলোশিপে যোগদান করেছেন। তন্মধ্যে ৯ জন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ৫১ জন সরকারী কলেজ এর শিক্ষক। পিএইচ.ডি ফেলোশিপ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন না করায় এবং অপারগতা প্রকাশ করায় ২০০৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২৯ জন ফেলোর ফেলোশিপ বাতিল করা হয় এবং আদায়কৃত ৬৯,৮৬,৭২২/- (উনসত্তর লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশত বাইশ) টাকা কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগে জমা দেওয়া হয়।

ইউজিসি পিএইচ.ডি. ফেলোশিপে সমাপ্ত অভিসন্দর্ভ : কমিশনের ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ২০১৫ সনের (১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) ৪৪ জন গবেষক তাঁদের সমাপ্ত গবেষণা থিসিস কমিশনে জমা দিয়েছেন।

ইউজিসি এম.ফিল ফেলোশিপ : ১৯৯৭ সাল থেকে ২ বছর মেয়াদী ইউজিসি এম.ফিল ফেলোশিপ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। প্রথমে এ প্রোগ্রামে ২০টি ফেলোশিপ প্রদান করা হতো। বর্তমানে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি কলেজসমূহের শিক্ষকবৃন্দ এই ফেলোশিপ পাওয়ার যোগ্য। ইউজিসি এম.ফিল ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ২০১৫ (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) যোগদান করেন ১৫ জন। তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাই এবং ১৫ জন সরকারি কলেজের শিক্ষক। উক্ত বর্ষে এম.ফিল থিসিসের কপি জমা দিয়েছেন ০২ জন কলেজ শিক্ষক।

গবেষণা সহায়ক কার্যক্রম : দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের গবেষণা কার্যক্রমে অনুদান প্রদানের লক্ষে কমিশন কর্তৃক ১৯৮২ সালে 'গবেষণা সহায়ক তহবিল' গঠন করা হয়। প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ ও বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শক্রমে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী এ গবেষণা সহায়ক তহবিল পরিচালিত হচ্ছে।

আলোচ্যবছরে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালা অনুষ্ঠানের জন্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদানের জন্য ১২৩টি আবেদন এবং গবেষণা কাজে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও অভিসন্দর্ভ তৈরি ইত্যাদির জন্য ৩৪টি আবেদনসহ সর্বমোট (১২৩+৩৪)=১৫৭টি আবেদনের বিপরীতে ২০১৫ সালে গবেষণা সহায়ক তহবিল থেকে ২২,৬৬,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ইউজিসি মেধাবৃত্তি : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে মেধাবিকাশে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে ইউজিসি মেধাবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে এই বৃত্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮টি। ১৯৮৪ সালে এই বৃত্তির সংখ্যা ৩৪টিতে বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৯২ সালে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করে সর্বমোট ৪৩টিতে উন্নীত করা হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৯৯ সালে ৯০তম সভায় বৃত্তির সংখ্যা ৪৯টি করা হয়। বর্তমানে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদে সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্তদের এই বৃত্তি দেয়া হয়। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতি অনুষদ থেকে এক জনকে এই মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী বিনা বেতনে লেখা-পড়ার সুযোগসহ মাসিক ৭৫০.০০ টাকা হিসাবে এক বছরের মেধাবৃত্তি ছাড়াও বই পুস্তক কেনার জন্য এককালীন ১,৫০০.০০ টাকা করে সর্বমোট ১০,৫০০.০০ টাকা পেয়ে থাকে। আলোচ্য (২০১৫ সন) বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৯ জন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে-১১ জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে-১১ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৫ জন, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে০২ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৭ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৫ জন, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৬ জন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে-০২ জন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৪ জন, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে-০১ জন, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে -০৩ জন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে-০১ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে-০২ জন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৩ জন, চট্রগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৪ জন, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে-০২ জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৪ জন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে-০৩ জনকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত ও মেধা বিকাশে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মোট ৩৫ জনকে মেধাবৃত্তি প্রদান করেছিল। এ বৃত্তির শর্তাবলী ইউজিসি'র মেধা বৃত্তির অনুরূপ। ফ্যাকাল্টিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও (২০১৫) জনতা ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে দেশের জ্যেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫ জনকে এ বৃত্তি দেয়া হয়।

অন্ধ বৃত্তি : অন্ধ অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যেগে ১৯৯৫ সাল থেকে একটি 'অন্ধ বৃত্তি' প্রদান করে আসছে। এই বৃত্তির হার বিমক মেধাবৃত্তির সমান। আলোচ্য বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মেধাবী ছাত্র জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান-কে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ইউজিসি প্রফেসরশিপ : দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদদের গবেষণা ও প্রকাশনা কাজ অব্যাহত রাখার সুবিধা প্রদানের জন্য ইউজিসি নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত ইউজিসি প্রফেসর মনোনয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গবেষণা, প্রকাশনা এবং বুৎপত্তির স্বীকৃতি স্বরূপ গত ১৫/০২/২০১৫ তারিখ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইউজিসি প্রফেসরশিপের জন্য মনোনয়ন আহ্বান করা হয়। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২টি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২টি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১টি করে নাম পাওয়া যায়। মনোনয়ন কমিটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ২ বছরের জন্য ইউজিসি প্রফেসরশিপের জন্য মনোনয়ন দেন। মনোনীত প্রফেসরগণ বিভিন্ন সময় ইউজিসি প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এ বি এম মাহমুদ ৩০/০১/২০১৩ ইং তারিখ থেকে ২৯/০১/২০১৫ ইং তারিখ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য যোগদান করেন। পরবর্তীতে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২টি মেয়াদে ৬ মাস করে ১ বছর সময় বর্ধিত করা হয় (অর্থাৎ ২৭/০১/২০১৬ পর্যন্ত)। বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলামকে ৩১/০১/২০১৩ ইং তারিখ থেকে ৩০/০১/২০১৫ ইং তারিখ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য, পরবর্তীতে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও ৬ মাস সময় বর্ধিত করা হয় (অর্থাৎ ২৯/০৭/২০১৫ পর্যন্ত)। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদকে ২৭/০১/২০১৩ তারিখ থেকে ২৬/০১/২০১৫ ইং তারিখ পর্যন্ত দুই বছরে জন্য, পরবর্তীতে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও ৬ মাস সময় বর্ধিত করা হয় (অর্থাৎ ২৫/০৭/২০১৫ পর্যন্ত)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ২৯/০৪/২০১৫ ইং তারিখ থেকে ২৮/০৪/২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান ২৬/০৪/২০১৫ তারিখ থেকে ২৫/০৪/২০১৭ পর্যন্ত এবং চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আব্দুল হাকিম ইউজিসি প্রফেরসরশিপ হিসাবে ২৬/০৭/২০১৫ তারিখ থেকে ২৫/০৭/২০১৭ পর্যন্ত এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সুব্রত মজুমদার ৩০/০৭/২০১৫ ইউজিসি প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য ১২২তম পূর্ণকমিশন সভায় অনুমোদিত নতুন নীতিমালার আলোকে ইউজিসি প্রফেসর এর পদ ৪ থেকে ৫-এ উন্নীত করা হয়েছে। ইউজিসি প্রফেসরগণ নিয়মিতভাবে তাঁদের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

রোকেয়া চেয়ার : নারী শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন, নারী নেতৃত্ব ও নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য যে সকল শিক্ষাবিদ ও গবেষক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন তাঁদের সম্মানার্থে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে 'রোকেয়া চেয়ার' চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিশনের ১১১তম সভায় রোকেয়া চেয়ার নীতিমালা অনুমোদন লাভ করে। ২০০৭ সাল থেকে রোকেয়া চেয়ার মনোনয়ন দেয়া হয়। বর্তমান বছরে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. মুহম্মদ শামসুল আলম এ মনোনয়ন লাভ করেন এবং তিনি ০১/০৯/২০১৫ তারিখে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'রোকেয়া চেয়ার' হিসেবে যোগদান করেন এবং ০১/০৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত গবেষণারত থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক প্রদান: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মেধাবী শিক্ষার্থীগণকে লেখাপড়ায় অধিকতর উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কৃতি ও মেধাবী শিক্ষার্থীগণকে তাঁদের শিক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ২০০৫ সাল হতে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' প্রদান চালু করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে কমিশন ২০১১ ও ২০১২ সালের (যথাক্রমে ৭৩ ও ৯২) সর্বমোট ১৬৫ জনকে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' প্রদানের জন্য চূড়ান্ত ভাবে মনোনয়ন প্রদান করেছে। গত ০৬/০১/২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শাপলা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকায় উল্লিখিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্ণপদক বিতরণ করেন।

সমতা বিধান কমিটি : সমগ্র বিশ্বে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাংলাদেশ হতে প্রতিবছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী সমগ্র বিশ্বে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসছেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত বিদেশি ডিগ্রি বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে প্রদত্ত ডিগ্রির সাথে সমতা বিধানের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে আবেদন করেন। কমিশন স্বল্প সময়ের মধ্যে বিদেশি ডিগ্রিসমূহ বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রির সাথে সমতায়ন করে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে।

আলোচ্যবছরে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রির সমতা বিধানকল্পে গঠিত কমিটির ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে ০৬/০১/২০১৫ তারিখে ৭৬তম সভায় মোট ১০১টি আবেদনের উপর আলোচনা হয়। এর মধ্যে ৪৭টি আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫৪টি আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। ২৫/০৩/২০১৫ তারিখে ৭৭তম সভায় মোট ৭৯টি আবেদন উপস্থাপন করা হয় এবং ৭৯টি আবেদনের উপরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৪/০৬/২০১৫ তারিখে ৭৮তম সভায় মোট ১০৩টি আবেদন উপস্থাপন করা হয় এর মধ্যে ৪৫টি আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়,

৩৯টি আবেদন স্থগিত করা হয় এবং ১৯টি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১২/০৭/২০১৫ তারিখে ৭৯তম সভায় ৩৩টি আবেদন উপস্থাপন করা হয় এবং ৩৩টি আবেদনের উপরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮/০৮/২০১৫ তারিখে ৮০তম সভায় ৫৬টি আবেদন উপস্থাপন করা হয় এর মধ্যে ৪৯টি আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ৭টি আবেদন স্থগিত করা হয়। ০৮/১১/২০১৫ তারিখে ৮১তম সভায় বিভিন্ন বিষয়ের ১৮০টি আবেদন উপস্থাপন করা হয় এর মধ্যে ১৫৬টি আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ২টি আবেদন স্থগিত করা হয়, ১৯টি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় এবং মেডিক্যাল ও হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি সংক্রান্ত ৩টি আবেদনের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তবে মেডিক্যাল সংক্রান্ত আবেদন বিএমডিসি'র এ্যাক্ট অনুযায়ী বিএমডিসি এবং হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি সংক্রান্ত আবেদন বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড কর্তৃক সমতা বিধান করবে বলে আলোচনা হয়।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কমিশন আলোচ্যবছরে বিভিন্ন বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে; এর আওতায় কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, JSPS, সার্ক স্কলারশিপ, ইউজিসি এওয়ার্ড, পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ ইত্যাদির কার্যক্রম বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ (ওপেন) : কমনওয়েলথ স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মনোনয়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। অন্যান্য বছরের ন্যায় 'কমনওয়েলথ স্কলারশিপ-২০১৬ প্রদানের লক্ষ্যে ০৪-০৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ছয়টি পৃথক সাক্ষাৎকার বোর্ড কর্তৃক ৫১৫ জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক পিএইচ. ডি ও মাষ্টার্স প্রোগ্রামে প্রার্থী বাছাই করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান-এর নেতৃত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ১১টি বিষয়ে ; কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ মোহাব্বত খান এর নেতৃত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ১৭টি বিষয়ে, কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. আবুল হাশেম এর নেতৃত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক গঠিত ১৬টি বিষয়ে, কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হাসেন-এর নেতৃত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ০৮টি বিষয়ে, কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক ০৯টি বিষয়ে এবং কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ১৪টি বিষয়ে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মনোনীত প্রার্থীদের বিভিন্ন বিষয়গুলোতে যুক্তরাজ্যে মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে কমিশন কর্তৃক মনোনয়ন দেয়া হয়।

যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত ষ্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফার্মেসী, হিসাব বিজ্ঞান, যন্ত্র প্রকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, তড়িৎ প্রকৌশল, ফলিত পদার্থ বিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, ফরেষ্ট্রি, মনোবিজ্ঞান, গণিত, পুরকৌশল, কৃষি সম্প্রসারণ, শিক্ষা, নৃ-তত্ত্ব বিদ্যা, প্রাণ রসায়ন, শিক্ষা, অর্থনীতি, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এনিমেল হাজবেন্ড্রী বিষয়ে মোট ২৪ জনকে পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ডেনটিষ্ট্রি, মাৎস্য বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, টেক্সটাইল টেকনোলজি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ফলিত পদার্থ বিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, ভূ-তত্ত্ব বিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, লাইব্রেরি ও তথ্য বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, নৃ-তত্ত্ব বিদ্যা, লোক-প্রশাসন, অনুজীব বিজ্ঞান, বায়োকেমিস্ট্রি, ইসলামিক স্টাডিজ, অর্থনীতি, স্থাপত্য, ভেটেরিনারী বিজ্ঞান বিষয়ে ৩১ জনকে মাস্টার্স প্রোগ্রামে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। মোট ৫৫ জন প্রার্থীর মনোনয়ন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Association of Commonwealth University, London কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ স্কলারশিপ : কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ২০১৬ স্কলারশিপ কার্যক্রমের অধীনে ১০টি স্কলারশিপ প্রদানের জন্য পূর্বে উল্লেখিত কমিটি কর্তৃক বাছাই করে ১০ জনকে স্কলারশিপের মনোনয়ন সুপারিশ করে যুক্তরাজ্যের Association of Commonwealth University, London কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। স্কলারশিপের জন্য মনোনীত প্রার্থীগণের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন।

নিউজিল্যান্ড কমনওয়েলথ স্কলারশিপ : নিউজিল্যান্ড কমনওয়েলথ স্কলারশিপ-২০১৫ কার্যক্রমে অধীনে ২টি স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোনয়ন আহবান করা হলে মোট ১০টি আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত স্কলারশিপ এর জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) প্রফেসর ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরী, প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ মোহাব্বত খান, প্রফেসর ড. আবুল হাশেম এবং প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন এর সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে ২ জনকে মনোনয়ন প্রদান করে নিউজিল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়। মনোনীত দুই জন প্রার্থী হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সুবোধ দেব নাথ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাবকাত কামাল।

কমনওয়েলথ মেডিকেল ফেলোশিপ : কমনওয়েলথ মেডিকেল ফেলোশিপ ২০১৬ কার্যক্রমের অধীনে ৪টি স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক দেশের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী মেডিকেল কলেজসমূহ থেকে মনোনয়ন আহবান করা হলে মোট ০৩টি আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত ফেলোশিপ এর জন্য কমিশন কর্তৃক ২ জনকে মনোনয়ন প্রদান হলে এক জন আবেদন ফরম পূরণ করে কমিশনে জমা দেন এবং তাঁর আবেদনটি যুক্তরাজ্যের Association of Commonwealth University, London কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। মনোনীত প্রার্থী হলেন-ড. মো: হাসান ইমাম, প্রভাষক, সরকারী ইউনানী ও আয়ুরবেদিক মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

ইউজিসি এওয়ার্ড : ইউজিসি এওয়ার্ড ২০১৪ ও ২০১৫ প্রদান উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে ১৩৭টি আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২০১৪ সালে বিভিন্ন শাখায় ১০ জনকে এওয়ার্ডের জন্য মনোনীত করা হয় এবং ২০১৫ সালের এওয়ার্ডের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ : ২০১৫ সালে এ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হলে সর্বমোট ৯ জনের কাছ থেকে আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে থেকে ০৪ জনকে ফেলোশিপের জন্য মনোনীত করা হয় এবং তাঁরা গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন।

ইউজিসি লাইব্রেরি : ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এই গ্রন্থাগারকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরি হিসেব গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন ক্যাটালগ ও কেন্দ্রীয় জার্নাল লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ১. কমিশনে কেন্দ্রীয়ভাবে রিসার্চ জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে মানসম্পন্ন করা; ২. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিসমূহের মধ্যে রিসোর্স শেয়ারিং করা; ৩. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনার কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার হিসেবে গড়ে তোলা ইত্যাদি। বর্তমানে ইউজিসি লাইব্রেরি কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইউজিসি রিসার্চ ফেলো, সার্ক ফেলো, গবেষকবৃন্দসহ দেশ/বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করে থাকেন।

গ্রন্থাগারে বর্তমান সংগ্রহ সংখ্যা ১২,৭৩৭ কপি। তন্মধ্যে বই ১০,৪৩৭টি, গবেষণা সন্দর্ভের (এম.ফিল ও পিএইচ.ডি) সংখ্যা ৬২০টি, গবেষণা প্রতিবেদনের সংখ্যা ১,২১০টি, জার্নাল ৪৭০টি। আলোচ্য বছর বই ১৪৭টি, গবেষণা সন্দর্ভ ২২টি, গবেষণা প্রতিবেদন ৬৫টি এবং জার্নাল ১০টি সংগৃহীত হয়েছে। বই ও সাময়িকী বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩,১৯,৫৯৯.০০ (তিন লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত নিরানব্বই) টাকা। কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরিতে Inter Library Network সৃষ্টি করার লক্ষ্যে Digital Library in the University Library শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকাশনা ও তথ্য : ১৯৭৩ সাল থেকে কমিশনের প্রকাশনা শাখা থেকে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, Returns from the Universities এবং কিছু উচ্চস্তরের গবেষণা ও রেফারেন্স বই প্রকাশ করা হতো। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Business Management Education and Training Project, BMET প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্য

অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ে ১১টি বই প্রকাশ করা হয়। অতঃপর ১৯৯৯ সালে "ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা তহবিল" গঠনের মাধ্যমে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক, স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশিক্ষাস্তরে পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স ও অনুবাদগ্রন্থসহ মৌলিক বিষয়ে গবেষণাবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকাশনা ও ১৭৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে-বর্তমানে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা তহবিল কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। নীতিমালানুযায়ী প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রেজিস্ট্রার বরাবর পত্র প্রেরণের পাশাপাশি কমিশনের ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশিতব্য গ্রন্থের পান্ডুলিপি আহবান কবা হয় এবং প্রাপ্ত পান্ডুলিপি পুস্তক প্রকাশনা কমিটির সভায় বাছাইয়ের পর বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত পান্ডুলিপি পুস্তাকাকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা কমিটির ৩৯তম সভা ২৪ মে ২০১৫ তারিখে, ৪০তম সভা ১২ আগস্ট ২০১৫তারিখে, ৪১তম সভা ৮ নভেম্বর ২০১৫ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্যবছরে ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা কমিটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত ৬টি পুস্তক-(১) Ethnographic Profile of North-Eastern Region Ethnic Groups in Bangladesh (২) Environmental Sanitation, Wastewater Treatment and Disposal (৩) বাংলাদেশ মুসলিম সমাধি স্থাপত্য (৪) Knowledge and Competitiveness in Elite Institutions in Bangladesh: Implication for Governance (৫) বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ (৬) MICROECONOMICS with simple mathematics এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪ প্রকাশিত রয়েছে।

কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম

কমিশনের পৌনঃপুনিক বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় : কমিশনের প্রশাসনিক ব্যয়, গবেষণা প্রকল্পের ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১৮২৯.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পাওয়া গিয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কমিশনের মোট বাজেট ২১২৩.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৭১৬.৪০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে বেতন ভাতাদি খাতে ব্যয় হয়েছে ৮৩৮.৯১ লক্ষ টাকা, পেনশন খাতে ১০০.০০ লক্ষ টাকা, আনুষঙ্গিক খাতে ৪৯৩.৪১ লক্ষ টাকা এবং গবেষণা খাতে ২৮৪.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৪০১.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে সরকারি অনুদানের পরিমাণ ২০৭২.০০ লক্ষ টাকা।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট : ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য মোট ১৭৪২.৬০ কোটি টাকা সরকারি বরাদ্দ দেয়া হয়। এর সাথে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ০.৫০ কোটি টাকা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫.০০ কোটি টাকা এবং ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ অব্যয়িত ০.৩২ কোটি টাকাসহ মোট অর্থের পরিমাণ (১৭৪২.৬০+৫.৮২)=১৭৪৮.৪২ কোটি টাকা। এ অর্থ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মেরামত মঞ্জুরী বাবদ ৯.০০ কোটি টাকা, গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা, ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি বাবদ ০.৪০ কোটি টাকা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ০.৫০ কোটি টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের জন্য বরাদ্দ ০.৪৫ কোটি টাকাসহ মোট ১৫.৩৫ কোটি টাকা বাদে দাঁড়ায় (১৭৪৮.৪২-১৫.৩৫)=১৭৩৩.০৭ কোটি টাকা। এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব আয় ৩০৫.১৩ কোটি টাকাসহ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট (১৭৩৩.০৭+৩০৫.১৩)= ২০৩৮.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পুরাতন ভবনাদি মেরামত ও সংস্কার বাবদ ৯.০০ কোটি টাকা, গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা এবং ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি বাবদ ০.৩৭ কোটি টাকা পৃথকভাবে ছাড় করা হয়েছে। এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমাবর্তন ও অন্যান্য খাতে পৌনঃপুনিক তহবিলে অর্জিত সুদ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিশেষ

অনুদান হিসেবে মোট ১.৩৭ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয় এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মূল বাজেটের সার সংক্ষেপ সারণি ১.৫.২ এবং বিস্তারিত সারণি ১.৫.৩ এ দেয়া হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রকৃত উদ্বৃত্ত হয়েছে (১৭৩৩.০৭-১৭০৯.৯৬)=২৩.১১ কোটি টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মূল বাজেটে সরকারি বরাদ্দ ছিল মোট ১৮৮৬.০০ কোটি টাকা। এর সাথে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ০.৫০ কোটি টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য বরাদ্দকৃত ০.৪৫ কোটি টাকাসহ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট (১৮৮৬.০০+০.৯৫)=১৮৮৬.৯৫ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারি মঞ্জুরীর অর্থ থেকে মেরামত মঞ্জুরী বাবদ ১০.০০ কোটি টাকা, গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা, ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি বাবদ ০.৪০ কোটি টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পেনশন বাবদ বিশেষ বরাদ্দ ৩২.৯৬ কোটি টাকা এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ০.৫০ কোটি টাকাসহ মোট ৪৮.৮৬ কোটি টাকা বাদে (১৮৮৬.৯৫-৪৮.৮৬)=১৮৩৮.০৯ কোটি টাকার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব সূত্রের আয় ৩০৭.৮৯ কোটি টাকাসহ মোট (১৮৩৮.০৯+৩০৭.৮৯)=২১৪৫.৯৮ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় (সারণি-১.৫.৪ দ্রষ্টব্য)। বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের পুরাতন ভবনাদি মেরামতের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা এবং গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা এবং ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি বাবদ ০.৪০ কোটি টাকা পৃথকভাবে ছাড় করা হয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম-২০১৫

২০১৫ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন,২০১৫) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে ৪১টি বিনিয়োগ ও ১৭টি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি এবং শেষ ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর,২০১৫) ৩৫টি বিনিয়োগ ও ০৮টি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ পঞ্জিকা বছরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষ জনক এবং ২০১৪ সালের তুলনায় ভাল। বিগত ২০১৪ পঞ্জিকা বছরে মোট ৭৬৪২৪.৩০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ব্যয় হয় পক্ষান্তরে ২০১৫ পঞ্জিকা বছরে মোট ৮৭২১৯.৯১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ব্যয় হয়েছিল-যা ২০১৪ পঞ্জিকা বছর অপেক্ষা ১০৭৯৫.৬১ লক্ষ টাকা বা ১৪.১২% বেশি।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৪-২০১৫ : ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৭টি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচিসহ মোট ৫৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। ৫৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ৯৭৭১৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮২৪৬৪.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১৫৪৫০.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (৯৭৭১৪.০০ লক্ষ টাকা) ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (৭১০০৮.০০ লক্ষ টাকা) এর তুলনায় ২৬৭০৬.০০ লক্ষ টাকা বা ২৭.৩৩% বেশি।

মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৫-১৬ : ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ০৮টি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচিসহ মোট ৪৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। ৪৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ৭৩৯২২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫১৮৫০.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২২০৭২.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মূল এডিপি বরাদ্দ (৭৩৯২২.০০ লক্ষ টাকা) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মূল এডিপি বরাদ্দ (৮০৪০০.০০ লক্ষ টাকা) এর তুলনায় ৬৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা বা ৮.৭৬% কম।

ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগ

বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (HEQEP) আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কৌশলগত ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কমিশনে নতুন তিনটি ইউনিট SPU, ICT ও HEMIS গঠন করা হয়। প্রকল্পে তিনটি ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে কমিশনে সতেরটি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। ২৪ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের পূর্ণ সভায় অনুমোদিত নতুন অর্গানোগ্রামে পুরাতন ট্রেনিং অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন বিভাগ বিলুপ্ত করে নতুন বিভাগ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন এন্ড ট্রেনিং (IMCT) বিভাগ চালু করা হয়। নতুন IMCT বিভাগের চারটি শাখা রয়েছে (১) ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট (২) নেটওয়ার্ক ও আইসিটি

(৩) ট্রেনিং এবং (৪) ইউডিএল । এছাড়া উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Higher Education Management Information System (HEMIS) ও UGC Digital Library (UDL) এর কার্যক্রম আইএমসিটি বিভাগের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের নিজস্ব ডোমেইন (www.ugc.gov.bd) এ ই-মেইল সেবা চালু করা হয়েছে এবং ইউজিসি ওয়েবসাইট নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৫ সালেও কয়েকটি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের খসড়া প্রস্তুত করে সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে "খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়"-এর আইন পাশ হয়েছে। "রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ" এবং "ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ"-এর আইন দু'টি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্তে ভৌত অবকাঠামোসহ স্থান নির্ধারণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

"বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস" এবং "সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়" এর সংশোধিত অর্গানোগ্রাম কমিশন থেকে যাচাই-বাছাই পূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে। এছাড়া "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি" এবং "বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়"-এর অর্গানোগ্রাম কমিশন থেকে সুপারিশসহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে।

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি" এবং "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়"-এর দ্বিতীয় সংবিধি, বিধি ও প্রবিধি প্রস্তুত করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাননীয় চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরন করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত দূনীর্তি ও অনিয়মের ব্যাপারে সরেজমিনে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে।

স্ট্রাটেজিক প্লানিং, কোয়ালিটি এসুরেন্স অ্যান্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগ

কমিশনের স্ট্রাটেজিক প্লানিং, কোয়ালিটি এসুরেন্স অ্যান্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগটি নতুন হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কৌশলপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন, যুগোপযোগী প্রোগাম তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীতকরণ এই বিভাগের র্কমকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম। দেশের বিশ্ববিদ্যালসমূহের সার্বিক বিষয়ে Self Assessment, শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষে Accreditation Council গঠন এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ- আজ সময়ের দাবী। বিভাগটি নতুন বিধায় এর পূর্ণাঙ্গ কর্মকাণ্ড এখনো উল্লেখযোগ্য হারে শুরু করা যায় নি। তবে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের 'কোয়ালিটি এসুরেন্স ইউনিট' এবং 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট'-এর সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চলমান Self Assessment কার্যক্রম ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজে এই বিভাগ সম্পৃক্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, উন্নত বিশ্বের আলোকিত অগ্রযাত্রায় মর্যাদাপূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য মানসম্মত, যুগোপযোগী এবং টেকসই উচ্চশিক্ষার বিকল্প নেই। কমিশন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষে Accreditation Council প্রতিষ্ঠার কাজ ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে; এ কাজে প্রশাসন বিভাগের সঙ্গে এসপিকিউএআরই বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। 'তথ্যের অবাধ প্রবাহ' বর্তমান জনবান্ধব সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান এ বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার পরিসংখ্যান : ২০১৫ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮ টি হলেও শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে ৩৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদের সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ থেকে ১৩ টি এবং বিভাগের সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ থেকে ৮০ টি। সাধারণত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ ও বিভাগের সংখ্যা বেশি। এছাড়া শুধু ১৩ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা আছে। বাকি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা নেই। এই ১৩ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার সংখ্যা মোট ৪,৬৮০ টি। তারমধ্যে শুধুমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গীভূত ও অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ৩,১১৯ টি এবং ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অঙ্গীভূত ও অধিভুক্ত ১,২৮৫ টি মাদ্রাসা রয়েছে (২০১৪ সাল পর্যন্ত সকল মাদ্রাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল কিন্তু এবছর অর্থাৎ ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সকল মাদ্রাসাসমূহ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়)। অন্যান্য ১১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের সংখ্যা মোট ১০৪ টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪ টি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ টি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ টি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩ টি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ টি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ ৫৬ টি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ৪ টি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধীনে ১ টি অঙ্গীভূত ও অধিভুক্ত কলেজ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে ৭৫ টি চিকিৎসা কলেজ, ৫ টি প্রকৌশল ও কারিগরি কলেজ, ১ টি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ১৪ টি সেবা কলেজ, ৪ টি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ এবং ৫ টি অন্যান্য কলেজ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ টি ফিশারিজ কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২২ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে চিকিৎসা কলেজ ১৯ টি, প্রকৌশল কলেজ ২ টি এবং ১ টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে চিকিৎসা কলেজ ৮ টি ও কারিগরি কলেজ ১ টি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ টি সরকারি অনার্স কলেজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩৩ টি চিকিৎসা কলেজ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ টি বিজ্ঞান কলেজ ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ ৫৬ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে সামরিক শিক্ষা কলেজ ৪৪ টি এবং চিকিৎসা কলেজ ৯ টি, প্রকৌশল কলেজ ২ টি ও সাধারণ ১ টি কলেজ রয়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪ টি কারিগরি কলেজ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধীনে ১ টি মেরিন একাডেমি রয়েছে।

২০১৪ ও ২০১৫ সালের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৫ সনে ২ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বেড়েছে, অনুষদ ১৮২ টির স্থলে হয়েছে ১৯৭ টি, বিভাগ ৮৮২ টির স্থলে হয়েছে ৯৫২ টি, ইন্সটিটিউট বেড়ে হয়েছে ৫৪ টি এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার সংখ্যা ২০১৪ সনে ছিল ৩,৭৮৫ টি ২০১৫ সনে বেড়ে হয়েছে ৪,৬৮০ টি অর্থাৎ এ বছর বেড়েছে ৮৯৫ টি।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ৩৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৪৩,২১৪ টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩,৮৬৭ জন, মাস্টার্স পর্যায়ে ২৭,৩২১ টি আসনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ছিল ২৬,১৯৪ জন। স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটসহ ৭৪,৫৪০ টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৪,০৬৬ জন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যার অতিরিক্ত ভর্তি করা হয়েছে ১,১৯৫ জন। অন্যদিকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,৬২৯ টি আসন শূন্য ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই বিধায় ভর্তিকৃত ৩,৪০,৮৬৬ জনকে আসন সংখ্যা ধরে স্নাতক সম্মান পর্যায়ে আসন সংখ্যা ৩,২০,৯৫৩ জন সহ স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান পর্যায়ে মোট আসন সংখ্যা ৬,৬১,৮১৯ টি এবং ভর্তি

ছিল ৬,১৬,৭৭৪ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান, মাস্টার্স, এম.ফিল, পিএইচ.ডি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটসহ আসন সংখ্যা ৮,৬৬,৩৭৪ টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮,২১,৩২৯ জন, আসন শূন্য ছিল ৪৫,০৪৫ টি। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৭৮৭ জন, স্নাতক পাস এবং মাস্টার্স পর্যায়ে ২,৪৪২ টি সহ মোট আসন সংখ্যা ৪১,৯১৫ টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪১,৫১৪ জন আসন শূন্য ছিল ৪০১ টি।

২০১৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪২,৮৯৪ জন। অন্যদিকে ৩৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয়, উন্মুক্ত, ইসলামি আরবি ও অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত ব্যতীত) আসন সংখ্যা ৪৩,২১৪ টি সহ সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ৩,৬৯৪ টি আসনসহ মোট প্রায় ৪৬,৯০৮ টি আসন ছিল, যা কিনা ২০১৫ সনে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তুলনায় অধিক। জাতীয়, উন্মুক্ত, ইসলামি আরবিসহ সকল অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসায় স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান পর্যায়ে ১ম বর্ষে ভর্তির আসন সংখ্যা বিবেচনা করলে দেখা যায় আলোচ্যবছর এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় বেশির ভাগ শিক্ষার্থী সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ বর্তমান সরকার প্রায় সকল এইচএসসি/সমমান পাশকৃত শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করেছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার মোট শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান : ২০১৫ সালে সবকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এদের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসায় মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩২,০৬,৪৩৫ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১৩,২৭,১৪৭ জন। অন্যদিকে ২০১৪ সালে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ২৮,৪৯,৮৬৫ এবং তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১২,৩৮,৮৯২ জন। সর্বমোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে মোট শিক্ষার্থী বেড়েছে ৩,৫৬,৫৭০ জন তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে ৮৮,২৫৫ জন।

৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষাথী ব্যতীত) মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,৪৪,৩৬৩ জন এবং তৎমধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৮,৩৭৬ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব কোন শিক্ষার্থী না থাকলেও এর অধীনে ৩,১১৯ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০,৭৩,০৬৯ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৯,২৬,৫৬৮ জন; উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,০৭,৮২৯ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৮১,০৯৬ জন। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১২৮৫ টি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫,৯৮,০৩১ জন তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১,৯৭,৩৮৫ জন। অন্যান্য ১১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী মোট সংখ্যা ৮৩,১৪৩ জন এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৪৩,৭২২ জন। সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহে প্রায় ৬৪.৭ ভাগ শিক্ষার্থী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬.৫ ভাগ এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসায় প্রায় ১৮.৬ ভাগসহ মোট প্রায় ৮৯.৮ ভাগ শিক্ষার্থী এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীর প্রায় ৭.৬ ভাগ ৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২.৬ ভাগ অন্যান্য ১১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহে পড়ালেখা করছে।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান : ২০১৫ সনে ৩৬ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে (ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য ১১ টি অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী ব্যতীত) মোট ২৫,২৫,২৬১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমষ্টিগতভাবে কলা ও মানবিকে বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮,১৭,৩৩৬ জন, সামাজিক বিজ্ঞানে ৭,০৫,৭৫৪ জন, বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা ও কারিগরি ৩,২১,৯৬১ জন, বাণিজ্যে ৬,১২,২৭৪ জন, শিক্ষায় ৩১,৩৪০ জন, আইনে ১০,১১০ জন এবং ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ২৬,৪৮৬ জন। শতকরা হিসেবে কলা ও মানবিক বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর হার ৩২.৪ ভাগ, সামাজিক বিজ্ঞানে ২৭.৯ ভাগ, বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরিতে ১২.৮ ভাগ, বাণিজ্যে ২৪.২ ভাগ, শিক্ষায় ১.২ ভাগ, আইনে ০.৪ ভাগ এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ১.১ ভাগ। ২০১৪ সালের তুলনায় এ বছর বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা ও কারিগরি এবং বাণিজ্যে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২,৪৪,৩৬৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কলা ও মানবিকে ৩৯,৯১০ জন, সামাজিক বিজ্ঞানে ৩৪,২৪৩ জন, বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা ও কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়নরত

শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,১৮,০২৭ জন, বাণিজ্যে ৩২,৯৭৫ জন, শিক্ষায় ১,৯৯৯ জন, আইনে ৩,৮১৯ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ১৩,৩৯০ জন। কলা ও মানবিকে ১৬.৩ ভাগ, সামাজিক বিজ্ঞানে ১৪.০ ভাগ, বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা ও কারিগরী বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর শতকরা হার ৪৮.৩ ভাগ, বাণিজ্যে ১৩.৫ ভাগ, শিক্ষায় ০.৮ ভাগ, আইনে ১.৬ ভাগ এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেটে ৫.৫ ভাগ। ২০১৪ সালের তুলনায় এ বছর কলা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা ও কারিগরি এবং বাণিজ্যে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০,৭৩,০৬৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯৩,৭১৪ জন, কলা ও মানবিকে ৫,৯৮,৬৫৫ জন, সামাজিক বিজ্ঞানে ৬,৭১৫১১ জন, বাণিজ্যে ৫,৭৪,৩৭৮ জন, শিক্ষায় ১৭,০৭৫ জন, আইনে ৬,০৩৮ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১,৬৯৮ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষার্থী শতকরা ৯.৩ ভাগ, কলা ও মানবিকে ২৮.৯ ভাগ, সামাজিক বিজ্ঞানে ৩২.৪ ভাগ, বাণিজ্যে ২৭.৭ ভাগ, শিক্ষায় ০.৮ ভাগ, আইনে ০.৩ ভাগ এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেটে ০.৬ ভাগ।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২,০৭,৮২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০,২২০ জন, কলা ও মানবিকে ১,৭৮,৭৭১ জন, বাণিজ্যে ৪,৯২১ জন, শিক্ষায় ১২,২৬৬ জন, আইনে ২৫৩ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেটে ১,৩৯৮ জন। মোট শিক্ষার্থীর ৪.৯ ভাগ বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরী বিষয়ে, ৮৬.০ ভাগ কলা ও মানবিকে, ২.৪ ভাগ বাণিজ্যে এবং শিক্ষায় ৫.৯ ভাগ, আইনে ০.১ ভাগ এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেটে ০.৭ ভাগ।

ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান : ২০১৫ সনে ৩৬ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে (ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য ১১ টি অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী ব্যতীত) স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১,৪৫,৭৫২ জন, স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ১১,২০,৬৭১ জন; মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,৩৯,৭৯৯ জন; এম.ফিল/পিএইচ.ডি ও উচ্চতর ডিগ্রি সমমান ৬,২৪৮ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ১২,৭৯১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। আলোচ্য বছরে ২০১৪ সালের তুলনায় স্নাতক সন্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে ১,৩৩,২৬৯ জন।

৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ১,৯৭,২৬৯ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৬৪,৮৭৪ জন। মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৮,৩১৭ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১১,১২৮ জন, এম.ফিল/পিএইচ.ডি ও উচ্চতর ডিগ্রি সমমান ৬,১৩৩ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১,৫৯৩ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ২,৬৪৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৯,৪৬,৭৮৩ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ৪,৪৭,১২৪ জন। স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ৯,২১,৪৫৭ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৪,০২৩২৫ জন। মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১,৯৬,৮৮৪ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৭৬,৫৩৮ জন এবং এম.ফিল/পিএইচ.ডি পর্যায়ে ১১৫ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ২৬ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ৭,৮৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১,৯৮,৯৬৯ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ৭৯,০৬১ জন। স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ১,৯৪৫ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৬২৮ জন। মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪,৫৯৮ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১,১০২ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ২,৩১৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এম.ফিল/পিএইচ.ডি উচ্চতর ডিগ্রি সমমান পর্যায়ে কোন শিক্ষার্থী নেই।

ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাতঃ আলোচ্যবছরে ৩৭ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজে/মাদ্রাসাসহ অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ১৮,৭৯,২৮৮ জন ছাত্র অর্থাৎ শতকরা ৫৯ ভাগ ছাত্র এবং ১৩,২৭,১৪৭ জন ছাত্রী অর্থাৎ শতকরা ৪১ ভাগ ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। ছাত্রী ও ছাত্রের অনুপাত ১:১.৪। উল্লেখ্য যে, বিগত বছরে অর্থাৎ ২০১৪ সনে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৬,১০,৯৭৩ জন ছাত্র এবং ছাত্রী ছিল ১২,৩৮,৮৯২ জন। শতকরা হারে ৫৭ ভাগ ছাত্র এবং ছাত্রী ছিল ৪৩ ভাগ। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী পর্যালোচনায় আলোচ্যবছরে ছাত্রী সংখ্যা ৮৮,২৫৫ জন বৃদ্ধি পেলেও শতকরা হারে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থী : ২০১৫ সালে ৩৭ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৯৩ জন। ২০১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩২৬ জন এবং ২০১৪ সালে ছিল ৪৩২ জন। ২০১৫ সালে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১৪ সালের তুলনায় ১৬১ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চশিক্ষার গুণগতমানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক বলে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীর হার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক(পাস), স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল : ২০১৫ সনে ৩৬ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে (ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য ১১ টি অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী ব্যতীত) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায় সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সর্বমোট সংখ্যা ৪,৫৫,১৮৪। তন্মধ্যে স্নাতক পাস পর্যায়ে ১,৫২,৬৭৩ জন, স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ১,৪৭,৯৫৫ জন, কারিগরি স্নাতক পর্যায়ে ১১,৯৭৫ জন, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১,৩৭,০৮২ জন, কারিগরি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ২,১০৮ জন, বিভিন্ন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স-এ ২,৩৫২ জন এবং এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি (সমমান) পর্যায়ে ১,০৩৯ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

২০১৪ ও ২০১৫ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আলোচ্যবছরে গত বারের তুলনায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে সর্বমোট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪,১৯,৫৮২ জন এবং ২০১৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪,৫৫,১৮৪ জন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিসংখ্যান : ২০১৫ সালে দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষক ব্যতীত ২,৮৯২ জন শিক্ষিকাসহ সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১২,৭৪৮ জন। পদভিত্তিক শিক্ষকগণের মধ্যে অধ্যাপক ৩,৫৬৪ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২,১১৭ জন, সহকারী অধ্যাপক ৪,১৭৩ জন, প্রভাষক ২,৫৭৩ জন এবং অন্যান্য ৩২১ জন।

জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষক ব্যতীত ৩৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২,৮১৭ জন শিক্ষিকাসহ সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১২,৫৩১ জন। পদভিত্তিক শিক্ষকগণের মধ্যে অধ্যাপক ৩,৫৩৬ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২,০৭২ জন, সহকারী অধ্যাপক ৪,১০৩ জন, প্রভাষক ২,৪৯৯ জন এবং অন্যান্য ৩২১ জন।জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ২৪ জন শিক্ষিকাসহ সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ৮১ জন; তার মধ্যে অধ্যাপক ৮ জন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১ জন শিক্ষকাসহ সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৩৬ জন। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নিজস্ব শিক্ষক নেই।

প্রণিধানযোগ্য যে, ২০১৪ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১২,২৬০ জন এবং উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫,২৮৫ জন। ২০১৫ সালে শিক্ষক সংখ্যা ১২,৭৪৮ জন; তন্মধ্যে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্য ৫,৩৪৫ জন। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তুলনায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। আলোচ্যবছরে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা গতবারের তুলনায় ৬০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষক ব্যতীত) মোট ১২,৫৩১ জন ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষকগণের মধ্যে পিএইচ.ডি ডিগ্রিধারী ৪,৩৮০ জন, এম.ফিল ডিগ্রিধারী শিক্ষকের সংখ্যা ৮৭০ জন এবং উচ্চতর ডিগ্রি ব্যতিরেকে শিক্ষক সংখ্যা ৭,২৮১ জন। বিগত বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ছিল পিএইচ.ডি ৪,১৭৮ জন, এম.ফিল ১,০১৩ জন এবং উচ্চতর ডিগ্রি ব্যতিরেকে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৬,৮৫৬ জন, সে হিসেবে সর্বমোট শিক্ষক ছিল ১২,০৪৭ জন। ২০১৫ সালে ধারাবাহিক ভাবে উচ্চতর ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২,৫৩১ জন শিক্ষকের মধ্যে কর্তব্যরত শিক্ষক সংখ্যা ৯,৭৫৩ জন, শিক্ষাছুটিতে ১,৮৩০ জন, পূর্বস্বত্ব/প্রেষণে ১৪২ জন, বিনাবেতনে ৬৭ জন, অননুমোদিতভাবে ছুটিতে ছিল ১৫ জন এবং চুক্তিভিত্তিক অন্যান্য পর্যায়ে ৭২৪ জন। অর্থাৎ ২০১৫ সালে ১২,৫৩১ জন শিক্ষকের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ শিক্ষক কর্তব্যে নিয়োজিত এবং ২২ ভাগ শিক্ষক কর্তব্যে অনুপস্থিত ছিলেন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার অনুকূল হলে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০১৫ সালে জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত ৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষার্থী ২,৪৪,৩৬৩ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ১২,৫৩১। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২০। ২০১৫ সালে ৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৫ হতে ১:৬২ পরিলক্ষিত হয়, যা অত্যন্ত ব্যাপক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগসমূহে এই হার বেশি। তবে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থী অনুপাত : ২০১৫ সালে জাতীয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত ৩৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিল ২৮,৩৪১ জন; তন্মধ্যে ৮,০৯৭ জন কর্মকর্তা। এ-সময়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ২,৪৪,৩৬৩ জন-আনুপাতিক হার ১:৯। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০,৭৩,০৬৯ জন শিক্ষার্থী হল অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের। এদের অনুকূলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কোন পরিসংখ্যান তথ্য দেয়নি। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিজস্ব ১,০২২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে।

২০১৪ সালে কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল ২৬,৮৮২ জন; তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৭,৪৮৪ জন। ২০১৫ ও ২০১৪ সালের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পর্যালোচনা দেখায় যায় আলোচ্যবছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক গড় পৌনঃপুনিক ব্যয় : বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয়ের ভিত্তিতে ৩৬ টি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মাথাপিছু ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গড় ব্যয় সব সময়ই বেশি। এদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় সর্বাধিক ২,৭৪,৬১০.০০ টাকা ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক ব্যয় ২,৫১,৩১২.০০ টাকা। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মাথাপিছু ব্যয় সর্বাধিক ১,২৩,৮১৬.০০ টাকা। ঢাকা, রাজশাহী, বাংলাদেশ কৃষি, বাংলাদেশ প্রকৌশল, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উন্মুক্ত, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শেরে বাংলা কৃষি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল, খুলনা প্রকৌশল, ঢাকা প্রকৌশল, জগন্নাথ, কুমিল্লা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বেগম রোকেয়া, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু গড় ব্যয় বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল, রাজশাহী প্রকৌশল, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু গড় ব্যয় বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

কমিশন কর্তৃক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন রাজস্ব বরাদ্দ দেয়া হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এর অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত ৩,১১৯ টি কলেজের ২০,৭৩,০৬৯ জন শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় তাদের নিজস্ব আয় হতে ব্যয় হয়, যা এ বছর শিক্ষার্থী প্রতি ৮৭৫.৩২ টাকা। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০ টি উপ আঞ্চলিক কেন্দ্র, ১,৪৭৫ টি স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমে ৬ টি স্কুলের অধীনে ২৭ টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯ টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রামের ২,০২,৮৬৫ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ৪,১০,৬৯৪ জন শিক্ষার্থীর ভিত্তিতে আলোচ্যবছরে শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ৭২৯.১০ টাকা।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীপ্রতি মাথাপিছু যা ব্যয় করা হয় সে তুলনায় জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয় অনেক কম, ফলে এই দু'টো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারমান কমে যাচ্ছে। অথচ উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। অতএব, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষারমান নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাসস্থান সংস্থান : ২০১৫ সালে ৩৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ২,৪৪,৩৬৩ জন। যার মধ্যে আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৯০,৪৬২ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ২০১৪ সালে আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ছিল ৮০,৩১৪ জন; যা ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০,১৪৮ জন। আলোচ্যবছরে ৩৭ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২,৭৪৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ২,৯৫৮ জনকে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ শিক্ষক আবাসিক সুবিধা ভোগ করেছেন। জাতীয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত সর্বমোট ৩০,৭০৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে ৪,০৬৯ জনকে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সালে মোট আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে কর্মকর্তা ১,১৩৮ (১৩%), কর্মচারী ২৯৩১ (১৪%) আবাসিক সুবিধা পেয়েছেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থী : ২০১৫ সালে ৮৫টি (২০১৫ সালে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৫টি হলেও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ৩,৫০,১৩০ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৯৪,৩৮০ জন এবং বিদেশি শিক্ষার্থী ১,৫৪৮ জন। উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালে ৭৫টি (২০১৪ সালে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০টি হলেও ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ৩,৩০,৭৩০ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৮৭,৫৭৯ জন এবং বিদেশি শিক্ষার্থী ১,৬৪৩ জন।

বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান : ২০১৫ সালে দেশের ৮৫টি (২০১৫ সালে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৫টি হলেও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়সহ চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী ছিল ১,৩০,২৮৪ জন। এছাড়া ব্যবসায় প্রশাসনে ১,২৬,৭৫৪ জন এবং ফার্মেসীতে ৯,৭৩৩ জন। অপরদিকে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান (অথনীতি সহ), শিক্ষা ও আইন বিষয়ে সম্মিলিতভাবে শিক্ষার্থী ছিল ৭৭,১৯২ জন এবং সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ৬,১৬৭ জন।

অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর শতকরা হিসাব : ২০১৫ সালে সর্বমোট শিক্ষার্থীর শতকরা হার- ব্যবসায় প্রশাসনে প্রায় ৩৬.২০, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিজ্ঞান অনুষদে প্রায় ৩৭.২১, ফার্মেসীতে ২.৭৮ এবং কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, শিক্ষা ও আইন বিষয়ে শতকরা প্রায় ২২.০৫ ভাগ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল। এছাড়া সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নরত ছিল ১.৭৬ ভাগ।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত : ২০১৫ সালে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ০৯ টি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কাঙ্ক্ষিতমানে ছিল না। তবে ৮৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত ছিল প্রায় ১:২৩, যা কিছুটা সন্তোষ জনক।

আসন সংখ্যা ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ২০১৫ সালে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট আসন সংখ্যা ছিল ২,৭৯,৮৯০ টি এবং আসন সংখ্যার বিপরীতে সর্বমোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,২০,৮৪২ জন ।

বার্ষিক আয় ও ব্যয়

আয় : ২০১৫ সালে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট আয় ছিল প্রায়২,৭৯,১২৬.৩১ লক্ষ টাকা এবং যার গড় প্রায় ৩৩৬২.৯৭ লক্ষ টাকা।

ব্যয় : ২০১৫ সালে উল্লেখিত সংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ব্যয় ছিল প্রায়২,৫৩,৬১৮.৩৮ লক্ষ টাকা এবং গড় হিসাবে যা ছিল প্রায় ৩০৫৫.৬৪ লক্ষ টাকা।

লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি ব্যয় : ২০১৫ সালে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি খাতে সর্বমোট ব্যয় ছিল প্রায় ২০৩২.২৪ লক্ষ টাকা, যার গড় প্রায় ২৬.৭৪ লক্ষ টাকা এবং ল্যাবরেটরি খাতে সর্বমোট ব্যয় ছিল প্রায় ৩৬৩৩.১২ লক্ষ টাকা, যার গড় প্রায় ৫৫.৮৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্যবছরে লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি খাতে সর্বমোট ব্যয় করা হয়েছিল প্রায়

৫৬৬৫.৩৬ লক্ষ টাকা, যার গড় প্রায় ৪১.৩১৫ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি ব্যয় ও ২০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ব্যয়ের কোন তথ্য সরবরাহ করেনি।

বই, জার্নাল ও অডিওভিজুয়াল : ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৮৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট বই ছিল ১৪,৯১,২০৮ টি, জার্নাল ১,৯২,৪৪৪ টি এবং অডিওভিজুয়াল ৩৬,৬৭৪ টি। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ২০১৫ সালে সংগৃহীত বই ৭৯,৭০৫ টি। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গড় বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৭,৯৬৬ টি।

শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু ব্যয় : ২০১৫ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৮৩,১৪,৯১২.৭৭ টাকা, যা গড় হিসাবে ১,০৩,৭৯৪.১৩ টাকা। সারণি-২.২.১ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ ব্যয় করা হয়েছে এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (৬,৯৮,৫১১.৯৭ টাকা), দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্বোচ্চ ব্যয় করা হয়েছে যথাক্রমে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি (৪,৪৮,৫৯০.০০ টাকা), চিটাগাং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি (৩,৩৩,০৫৫.০০ টাকা), হামদর্দ ইউনিভার্সিটি , বাংলাদেশ (২,৩২,৮৩৭.২০ টাকা) এবং সর্বনিম্ন ব্যয় করা হয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেল্‌থ সায়েন্স (২,১২৩.১৪ টাকা)।

গবেষণা খাতে ব্যয় : উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে গবেষণার বিকল্প নেই। আলোচ্য বছরে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রেরিত তথ্যনুযায়ী ৮৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কম-বেশী ৫৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা খাতে অর্থ ব্যয় করেছে । এই খাতে সর্বমোট ব্যয় ছিল ৮,০৮১.৯৭ লক্ষ টাকা। যার গড় ছিল ১৫২.৪৩ লক্ষ টাকা। উল্লেখযোগ্য ২৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কার্যক্রমে কোন অর্থ ব্যয় করা হয় নি– যা উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে প্রতিবন্ধক বলে কমিশন মনে করে।

ডিগ্রি প্রদান : আলোচ্যবছরে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬১,৪৮২ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি লাভ করেছেন; যা গত বছরের তুলনায় ৩,৮৭৮ জন কম। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ২,৯৪৪ জন ডিগ্রি পেয়েছেন অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অভ্ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা : বর্ণিত বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৫,০৫৮ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৮৩৩ জন বেশি। এর মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক ১০,১৮৮ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৭৬১ জন কম এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক ৪,৮৭০ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৭৮ জন বেশি। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত দাঁড়ায় ১:২৩, যা গত বছরে ছিল ১:২৩। অর্থাৎ সূচক সমান, যা সন্তোষ জনক।

মহিলা শিক্ষক : বর্ণিতবছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৫,০৫৮ জন,যার মধ্যে মহিলা শিক্ষক ছিলেন ৪,৪৮০ জন; যা গত বছরের তুলনায় ৪৭৯ জন বেশি। এর মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক ৩,৬০১ এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক ৮৭৯ জন।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী শিক্ষক : বর্ণিতবছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২,৯৮২ জন; যা গত বছরের তুলনায় ২৬৩ জন বেশি। এর মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক ১,১৬২ জন এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক ১,৮২০ জন।

মহিলা শিক্ষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী : ২০১৫ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২,৯৮২ জন; যার মধ্যে মহিলা শিক্ষক সংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক ১৯৩ জন এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক ১৫৭ জন।

কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা : ২০১৫ সালে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল ১১,০৬৪ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৯৪৫ জন বেশি। এর মধ্যে কর্মকর্তা ৪,২৫৪ জন এবং কর্মচারী ৬,৮১০ জন। উল্লেখ্য যে, মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৯০ জন এবং ১,১৩৮ জন ছিল।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার তারিখ থেকে ৭ (সাত) বছরের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে নিজস্ব নামে অন্যূন ১ (এক) একর পরিমাণ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য অন্যূন ২ (দুই) একর পরিমাণ নিষ্কণ্টক, অখণ্ড ও দায়মুক্ত জমি এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোর মধ্যে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের বিধান রয়েছে; কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, স্ব স্ব

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত তথ্য ও প্রতিবেদন অনুযায়ী ৮৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ৫-২২ বছরের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে তারা এখনও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। তবে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপনার জন্য জমি ক্রয় করছে।

এ পর্যন্ত মাত্র ১৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ০৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি/ফাউন্ডেশনের নামে ক্রয়কৃত জমিতে অবকাঠামো রয়েছে। ৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে অবকাঠামো নির্মাণাধীন আছে। ১৮ টি আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম জমিতে নির্মিত ক্যাম্পাসে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অদ্যাবধি মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় 'স্থায়ী সনদ' অর্জন করেছে।

বিনা খরচে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান : ২০১৫ সালে ৮৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচ, স্কলারশিপ এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৪,১৩৭ জন, ২০২৯৮ জন এবং ৯৭,১০৫ জন। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান; তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা রেখে বর্তমান সরকার নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা যাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে জন্য 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০'-এ মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ সংরক্ষণ করা হয়েছে। আলোচ্যবছরে সর্বমোট ৫,৪২৫ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচে অধ্যয়নরত ছিল।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালসমূহে ২০১৫ সালে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৫৪৮ জন; যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৯৫৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল ইউনিভার্সিটি অভ্ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম-এ। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং ৫ম সর্বাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল যথাক্রমে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৪০ জন), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (৯১ জন), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (৮৩ জন)এবং পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (৭২ জন)।

২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কমিটির সভার পরিসংখ্যান : আলোচ্যবছরে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টি (৩৬৮ টি), সিন্ডিকেট (২১৭ টি), একাডেমিক কাউন্সিল (২৯১ টি) ও অর্থকমিটির (২১৭ টি) সর্বমোট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১,০৯৩ টি।

উল্লেখ্য যে, ১) জেড এইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২) গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ৩) কুইন্স ইউনিভার্সিটি-এ ০৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরে উল্লিখিত কোন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অনুমতি পায়নি। তবে জেড এইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মানুযায়ী সভা হয়নি।

২০১৫ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান : আলোচ্যবছরে ৮৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,২০,৮৪২ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৩২,৮৪১ জন। এদের মধ্যে স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১,৯৭০ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৪৪৫ জন, স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮৭,৭৩৯ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ২৩,২৭৮ জন এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৮,১৮১ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৮,৪১৭ জন।

২০১৫ সালে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান : আলোচ্যবছরে ৮৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রিভিত্তিক অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩,৫০,১৩০ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৯৪,৩৮০ জন। এদের মধ্যে স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪,১৫৭ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ১,০০১ জন, স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,৯৫,২৮৪ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৭৮,০১৩ জন এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৫,২৪২ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ১৩,৫৪৪ জন।

শিক্ষাখাতে ব্যয় : আলোচ্যবছরে শিক্ষাখাতে সর্বমোট ব্যয় ৬১,২৩৩.৬০ লক্ষ টাকা; গড় ব্যয় প্রায় ৭৭৫.১০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (৮,৬৪১.২০ লক্ষ টাকা) এবং সর্বনিম্ন ব্যয় বরেছে কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১.৯২ লক্ষ টাকা)।

অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ব্যয় : আলোচ্যবছরে অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে সর্বমোট ব্যয় ৪৩,৩২৭.২৬ লক্ষ টাকা; গড় ব্যয় প্রায় ৪১.৫৯ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে বিজিএমইএ ইউনি: অভ্ ফ্যাশন এন্ড টেকনোলোজি (৫,১১৩.৭৪ লক্ষ টাকা) এবং সর্বনিম্ন ব্যয় করেছে রণদা প্রসাদ সাহা ইউনিভার্সিটি (০.৭১ লক্ষ টাকা)।

কম্পিউটার সংখ্যা : বর্তমান যুগ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগ। কিন্তু বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আর এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রধান উপকরন হলো কম্পিউটার। কম্পিউটার ব্যতিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। আলোচ্যবছরে ৮৫ টি (৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেরিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সর্বমোট কম্পিউটার সংখ্যা ৩১৮২৯টি। গড়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সংখ্যা প্রায় ৩৮৩ টি।

উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ: পরিসংখ্যান ৩.১০ (পৃষ্ঠা: ৩৭২) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আলোচ্যবছরে অনুমোদিত ৮৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে (যার মধ্যে ৩ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি) মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত উপাচার্য ৫৫ জন, উপ-উপাচার্য ২০ জন এবং কোষাধ্যক্ষ ৪০ জন নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাত্র ১৩ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ এর তিনটি পদই পুরণ করেছে।

আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট: পরিসংখ্যান ৩.১০ (পৃষ্ঠা: ৩৭২) পর্যালোচনা করা দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক অডিট রিপোর্ট দাখিলযোগ্য ৮০ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৩১ টি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আর্থিক অডিট রিপোর্ট কমিশনে প্রেরণ করেছে। এর মধ্যে ২০ টি অডিট রিপোর্ট নিরীক্ষিত এবং ১১ টি অনিরীক্ষিত। উল্লেখ্য যে, ২০ টি নিরীক্ষিত অডিট রিপোর্ট এর মধ্যে মাত্র ৮ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী PUFR অনুসরণে করা হয়েছে।

উল্লিখিত তথ্যসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর সুপারিশসমূহ ২৫৯-২৭১ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ২০০৬ সালে ২০ বছর মেয়াদি (২০০৬-২০২৬) স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ন করেছিলো। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে– (১) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ও জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রমের উৎসাহ প্রদান ও অর্থায়ন করা এবং (২) কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা কর্মের গুণগত মানোন্নয়ন করা। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যে যথার্থ পরিবেশ (Enabling Environment) সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প' (Higher Education Quality Enhancement Project, (HEQEP) বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইউজিসি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি হতে ইতোমধ্যেই মানসম্মত উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্পের আওতাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সুফল পেতে শুরু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের কর্মকাণ্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৫) ৫ টি কম্পোনেন্ট-এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে; যার বিস্তারিত বিবরণ (পৃষ্ঠা:৮০)তে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমীক্ষা, যেমন- Satisfaction Survey, Tracer Study, Impact Study ইত্যাদি পরিচালনার কাজ করা হচ্ছে।

প্রথম ভাগ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন